সংবাদ

তারিখ 24 APR 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এসিইউবি বিধি অনুমোদন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

'এক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর ইউনিভার্সিটিজ অফ বাংলাদেশ (এসিইউবি)' বিধিমালার নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই কাউন্সিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগতমান মূল্যায়ন এবং এর ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নির্ধারণ করবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয়। সভায় শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য প্রফেসর ড. এসএম নজরুল ইসলাম, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামাল উদ্দিন আহমেদ, বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রণীত খসড়া এসিইউবি বিধিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কিছু সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনা হয়। পরবর্তী সভায় আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা করে এ বিধিমালা চূড়ান্ত করা হবে।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে এক্রিডিটেশন কাউন্সিলের নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে। ইউজিসি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে এটি চূড়ান্ত করা হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এবং শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকেই এক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও শিক্ষাসচিব জানিয়েছেন। জানা যায়, এক্রিডিটেশন কাউন্সিলের চারটি মূল কাজ হবে। প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

শিক্ষা : নিশ্চিত করতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

'এসিপিইউবি'-এর সদস্য করা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়মিত ব্যবধানে তাদের নিজস্ব একাডেমিক কর্মসূচি সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রদানে উৎসাহিত করা। এসিপিইউবি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নিরীক্ষক দল নিয়োগ দেবে, যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কর্মসূচির মূল্যায়ন করবে। নিরীক্ষক দলের দেয়া প্রতিবেদন প্রচার করা হবে; যাতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও নিয়োগ কর্তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সম্পর্কে জানতে পারেন।

কাউন্সিলের কাঠামোতে রয়েছে সাধারণ পরিষদ, যেখানে এক চেয়ারপারসন ও ৩২ সদস্য থাকবেন। নির্বাহী পরিষদে থাকবেন চেয়ারপারসন ও ৮ সদস্য। নির্বাহী কমিটির অনুমোদিত একটি পরিদর্শক দল থাকবে, যারা পর্যালোচনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে 'এসিপিইউবি' প্রেরিত প্রশ্নমালা মূল্যায়ন করবে। এই টিম গঠন হবে চেয়ারপারসন ও পাঁচ সদস্য নিয়ে। এক্রিডিটেশন ও রিকগনাইজড কমিটি আরেকটি পরিদর্শক টিম গঠন করবে, যাদের কাজ হবে প্রতিটি ডিগ্রি প্রোগ্রাম বা অনুষদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা। এই টিমে থাকবেন চেয়ারপারসন ও তিন সদস্য। এই আইন অনুমোদন হওয়ার পর নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ ও ফি প্রদান করে যেকোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হতে পারবে। যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার করতে পারবে এ কাউন্সিল। এ বিধিমালা প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত ইউজিসির সদস্য ড. আতফুল হাই সাংবাদিকদের বলেছেন, আপাতত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ কাউন্সিল গঠন করা হচ্ছে। কারণ সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একই আইনের আওতায় এবং তাদের আইনে এ কাউন্সিলের গঠনের প্রবিধান রয়েছে। আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভিন্ন ভিন্ন আইনের আওতায়, তাদের আইনে এ প্রবিধান নেই। তবে ভবিষ্যতে তাদের জন্যও এক্রিডিটেশন